জ্ঞান ও জ্ঞানের জ্ঞান ন্যায়মত সমীক্ষা

জ্ঞানের আলোচনাকে কেন্দ্র করে পাশ্চাত্যে যেমন Epistemology গড়ে উঠেছে তেমনি ভারতীয় ঐতিহ্যে তৈরি হয়েছে প্রমাণশাস্ত্র । এই প্রমাণশাস্ত্রের মুখ্য উপজীব্য কিন্তু জ্ঞান ।কেননা জ্ঞানের স্বরূপ আলোচনা ব্যতিরেকে জ্ঞানের জ্ঞান সংক্রান্ত কোন আলোচনা সম্ভব নয় । আমার এই গবেষণা পত্রের মূল আলোচনার বিষয় হল ন্যায় সম্মত জ্ঞানের জ্ঞান । কিন্তু জ্ঞানের জ্ঞানও স্বরূপতঃ একপ্রকারের জ্ঞান । কাজেই ন্যায় সম্মত জ্ঞানের জ্ঞান আলোচনার জন্য ন্যায় দর্শনে স্বীকৃত জ্ঞানের স্বরূপ আলোচনাও প্রয়োজন । ন্যায় সম্মত জ্ঞানের স্বরূপ আলোচনা পূর্বক জ্ঞানের জ্ঞান সংক্রান্ত ন্যায়মত সবিচার পর্যালোচনা এই প্রবন্ধের মূল আলোচ্য ।

আপাতদৃষ্টিতে জ্ঞানের জ্ঞান বা জ্ঞানের গ্রহণ তাত্ত্বিক আলোচনার কেন্দ্রে আসে না বলেই মনে হয় । কারণ জ্ঞানের প্রয়োজন ব্যবহারের কারণেই । আর এই ব্যবহার মূলত বস্তু ব্যবহার যা জ্ঞানের দ্বারাই সম্পন্ন হয় । জ্ঞানের দ্বারাই বস্তুর প্রতিপত্তি হয় - তার হেয়, উপাদেয় বোধ হয়, তদানুযায়ী বস্তুর প্রতি ঈপ্সা, জিহাসা প্রযুক্ত প্রবৃত্তি ঘটে । সেই প্রবৃত্তি সফলই হোক অথবা ব্যর্থ জ্ঞানই যে তার হেতু তা অস্বীকার করা যায় না । অথচ জ্ঞানের জ্ঞান বা জ্ঞানের গ্রহণ গুরুত্বহীন বিষয় যে নয় একটু তলিয়ে দেখলেই তা বোঝা যাবে । কারণ দৈনন্দিন জীবনে আমরা যে শুধু বস্তু ব্যবহার করি তা নয়, জ্ঞানেরও ব্যবহার করি । স্মৃতিচারণ, কল্পনা প্রভৃতির মতো একান্ত ব্যক্তিগত মানস ক্রিয়ার কথা বাদ দিলেও আলোচনা, উপদেশ, শিক্ষাদান ইত্যাদি ক্ষেত্রে জ্ঞানের ব্যবহার যে হয়ে থাকে তা আমরা অস্বীকার করতে পারি না । বস্তুর গ্রহণ ছাড়া তার ব্যবহার যেমন সম্ভব নয় তেমনি জ্ঞানের গ্রহণ ছাড়া তার ব্যবহারও অসম্ভব । তাছাড়া বস্তু ব্যবহারের ক্ষেত্রে সাফল্যই সকলের কাঙ্ক্ষিত । আর সেই সাফল্য লাভের চাবিকাঠি হল প্রবৃত্তি জনক জ্ঞানের প্রমাত্ব । জনক জ্ঞানটি প্রমা না হলে প্রবৃত্তি সফল হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না । লব্ধ জ্ঞানের প্রামাণ্য নিশ্চয়ে তাই যে জ্ঞানকে অবলম্বন করে আমাদের প্রবৃত্তি হয় তার প্রামাণ্য নিশ্চয়ে তৎপর হতে দেখা যায় সবাইকে । অথচ জ্ঞানের গ্রহণ ছাড়া তার প্রমাণ্য নিশ্চয় হতে পারে না ।

কাজে কাজেই জ্ঞানের গ্রহণ সংক্রান্ত আলোচনাটা যে প্রাসঙ্গিক সেটা মেনে নিতে হয় । এই আলোচনাকে আরও প্রাসঙ্গিক করে তুলেছে জ্ঞান গ্রহণ বিষয়ে সর্ববাদীসম্মত কোনো সিদ্ধান্ত

না থাকা । বিভিন্ন ভারতীয় সম্প্রদায় এ বিষয়ে স্ব স্ব দাবী উপস্থাপিত করে ব্যাপারটিকে আরো জটীল করে তুলেছে যা জন্ম দিয়েছে বহু জিজ্ঞাসার– যেমন জ্ঞানের উৎপত্তি ও তার গ্রহণ দুটি পৃথক ঘটনা নাকি একই ঘটনার দুটি দিক ? জ্ঞানের উৎপত্তি মাত্রই যদি তার গ্রহণকে সূচিত করে তাহলে অগৃহীত জ্ঞান বলে কিছু কি থাকা সম্ভব ? অন্যদিকে জ্ঞানের উৎপত্তি ও গ্রহণ যদি যুগপৎ হয় তাহলে কারণগত বৈজাত্য ছাড়াই কার্যের বৈচিত্র্য স্বীকৃত হয় নাকি । জ্ঞানের উৎপত্তি ও তার গ্রহণ যদি কালের দিক থেকে পৃথক দুটি ঘটনা হয় তাহলে প্রশ্ন হল উৎপন্ন জ্ঞানের গ্রহণ কীভাবে সংঘটিত হয় ? ঐ গ্রাহক জ্ঞানের প্রকৃতিই বা কীরূপ – তা কি অনুমান, নাকি প্রত্যক্ষই ? কোনো কোনো মতে, এটি অনুমান । উৎপন্ন ফল দ্বারা যেমন ঘটক ক্রিয়ার অনুমান হয় তেমনি ফল বল কল্পিত ন্যায়ে জ্ঞান ক্রিয়ার অনুমান হয়ে থাকে । প্রশ্ন হল জ্ঞানকে ক্রিয়া বলা কতখানি সঙ্গত ? আর যে জ্ঞাততার দ্বারা জ্ঞানের অনুমান হবে তাও তো এক প্রকার জ্ঞান । এমতাবস্থায় ওই জ্ঞাততাও গ্রাহকান্তরের অপেক্ষা রাখবে এভাবে অনবস্থার প্রসঙ্গ হয় নাকি । অন্যদিকে জ্ঞান গ্রাহককে যদি প্রত্যক্ষ বলা হয় তাহলে প্রশ্ন ওঠে ঐ প্রত্যক্ষের স্বরূপ কী ? - তাকি বাহ্য, নাকি মানস ; লৌকিক না অলৌকিক ? জ্ঞান বাহ্য বিষয় না হওয়ায় ঐ প্রত্যক্ষ যে বাহ্য হবে না তা বলাই বাহুল্য । কেউ কেউ তাই একে মানস প্রত্যক্ষ বলেন এবং তাঁরা একে অভিহিত করেন অনুব্যবসায় নামে । কিন্তু সেখানেও নানা প্রশ্ন দেখা দেয় । যে অনুব্যবসায়কে তারা জ্ঞান গ্রাহক বলতে চাইছেন বিষয় জ্ঞানের সঙ্গে তার কালিক ব্যবধান কতখানি ? ব্যবসায় জ্ঞানের সকল বিষয়ই কী তাতে গৃহীত হয়, নাকি ঐ গ্রহণ ঘটে কিয়দংশে । জ্ঞানের ধর্মীটি যে ধর্মবিশিষ্ট সেই ধর্ম বিশিষ্টরূপে যদি ধর্মীটি অনুব্যবসায়ের গৃহীত হয় তাহলে অনুব্যবসায়ের দ্বারাই জ্ঞানের প্রামাণ্য নিশ্চয় হয়ে যায় নাকি । যদি জ্ঞান গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে তার প্রামাণ্যের গ্রহণ হয়ে যায় তাহলে উত্তর কালে যে জ্ঞানে সংশয় দেখা দেয় তার ব্যাখ্যা কী হবে ? আরো প্রশ্ন অনুব্যবসায় কী সকল সময়েই অভ্রান্ত হয় – অনুমিত জ্ঞানকে সাক্ষাৎ করোমি বা প্রত্যক্ষ জ্ঞানকে অনুমিনোমি এভাবে গ্রহণের কোনো সম্ভাবনা কি থাকে না ? অনুব্যবসায়টি যদি ভ্রমাত্মক হয় তাহলে জ্ঞানের প্রকৃতি নিশ্চয়ের দায় সেই অনুব্যবসায়ের ওপর ন্যস্ত করা কতখানি যুক্তিযুক্ত ? আরও প্রশ্ন তথাকথিত অনুব্যবসায়টি কি আদৌ লৌকিক প্রত্যক্ষ ? প্রশ্নটা ওঠে এই কারণেই 'অয়ং ঘটঃ' – এই জ্ঞানে যে

বিষয় গৃহীত হয় ‘ঘটমহং জানামি’ এই দ্বিতীয় জ্ঞানে তা লৌকিক সন্নিকর্ষ বলে গৃহীত হতে পারে না বলেই মনে হয় । অথচ অনুব্যবসায়রূপ মানস প্রত্যক্ষ লৌকিক বলেই প্রতীয়মান হয় ।

এই জিজ্ঞাসাগুলির উত্তর অনুসন্ধান আমার উদ্দেশ্য । সেই লক্ষ্যে লোকায়ত দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে যে মতের মিল বেশি সেই ন্যায় মতকে গ্রহণ করে অগ্রসর হব আমি । পূর্বপক্ষ হিসাবে স্বপ্রকাশবাদী ও পরতঃপ্রকাশবাদী অপরাপর সম্প্রদায়গুলিকে গ্রহণ করে ন্যায় মতের যাথার্থ্য প্রতিষ্ঠা আমার গবেষণায় গুরুত্ব পাবে ।

বিষয়সূচক শব্দাবলী (Keywords) : ব্যবসায়, প্রকাশ, প্রামাণ্য, স্বপ্রকাশ, স্বতঃপ্রামাণ্য, পরপ্রকাশ, পরতঃপ্রামাণ্য, অনুব্যব্যবসায়, ব্যভিচার, জ্ঞাততা, বস্তুবাদ, ভাববাদ ।